ইউআইসিডিপি উত্তম চর্চা- ১

মৌলভীবাজার জেলার সদর উপজেলা বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং সম্পদের চিত্রায়ন সহজতর করতে কর্মশালার আয়োজন করেছে

গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ

- পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং সম্পদের চিত্রায়ন উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সংশ্লিষ্ট দুটি গুরুত্বপূর্ণ অনুশীলন।
- সকল গুরুত্বপূর্ণ অংশীজনদের শনাক্ত করা এবং অংশীজনদের কাছ থেকে হালনাগাদকৃত তথ্য এবং উপাত্ত সংগ্রহ ব্যাপকভাবে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং সম্পদের চিত্রায়ন নিশ্চিত করতে সাহায্য করে এবং ফলশ্রুতিতে, তা একটি কার্যকর বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (এপি) প্রণয়নে অবদান রাখে।
- মৌলভীবাজার সদর উপজেলা একটি সহজ পন্থা অবলম্বন করেছে, যেখানে সকল প্রধান অংশীজনদেরকে নিয়ে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং সম্পদের চিত্রায়ন এর উপর একটি ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়েছিল।

স্থান এবং সময়কাল

মৌলভীবাজার সদর উপজেলা পরিষদ; ২০২১-২০২২ অর্থবছর

পটভূমি

মৌলভীবাজার জেলার সদর উপজেলা ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জন্য যথাসময়ে এপি প্রণয়ন করেছে। এর আগে, উপজেলা সকল গুরুত্বপূর্ণ অংশীজনদের চিহ্নিত করে এবং চিহ্নিত অংশীজনদের কাছ থেকে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং সম্পদের চিত্রায়নের জন্য তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে। পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি দল (TGP) এবং উপজেলা অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক কমিটি (UCFBPLRM) যৌথভাবে বেশ কয়েকটি পরামর্শ সভার আয়োজন করেছে। তারা ইউনিয়ন পরিষদ, হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ, এনজিও এবং বেসরকারি সংস্থাগুলিসহ যতটা সম্ভব অংশীজনদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত নেয়। তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছিল। এরপর সদর উপজেলার ইউএনও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও সম্পদের চিত্রায়নের অনুশীলন সম্পন্ন করার জন্য একটি কর্মশালায় সকল অংশীজনদের আমন্ত্রণ জানান।

পদক্ষেপসমূহ

মৌলভীবাজার সদর উপজেলা পরিষদ ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে একটি সহজ পদ্ধতি অনুসরণ করেছে। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করার আগে, পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি দল (TGP) এবং উপজেলা অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক কমিটি (UCFBPLRM) যৌথভাবে বেশ কয়েকটি পরামর্শ সভার আয়োজন করেছে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) প্রথমে টিজিপি-র সভা আয়োজন করেন এবং পরামর্শ দেন যে, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কমিটির হস্তান্তরিত বিভাগ, ইউনিয়ন পরিষদ প্রতিনিধি এবং এনজিওসমূহের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং সম্পদের চিত্রায়নের জন্য আনুষ্ঠানিক বৈঠক করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইউএনও-র পরমার্শ অনুযায়ী এই কাজসমূহ সম্পন্ন হলে, তিনি একটি কর্মশালার আয়োজন করেন যেখানে হস্তান্তরিত বিভাগের সকল কর্মকর্তা, টিজিপি সদস্য এবং UCFBPLRM সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালার শুরুতে, ইউএনও উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের উপর একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন এবং পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং সম্পদের চিত্রায়ন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। একইসাথে তিনি UICDP কর্তৃক প্রণীত সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকার বিষয়সমূহও উপস্থাপন করেন। কর্মশালায় উপস্থিত সকল টিএলডি অফিসারদেরকে তখন পরিস্থিতি বিশ্লেষণের একটি নমুনা টেবিল দেওয়া হয়েছিল।

এই কর্মশালার আয়োজনের মাধ্যমে ইউএনও সকল প্রধান অংশীজনদেরকে এক টেবিলে একত্রিত করতে পেরেছেন এবং কোনো বিলম্ব ছাড়াই তাদের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও সম্পদের চিত্রায়ন অনুশীলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সমর্থ হয়েছেন। কর্মশালায়, হস্তান্তরিত বিভাগের কর্মকর্তাগণ ইউএনও কর্তৃক প্রদত্ত পরিস্থিতি বিশ্লেষণ টেবিল ব্যবহার করে ইউআইসিডিপি'র জেলা সমন্বয়কের সহযোগিতায় খাত-ভিত্তিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেন। টিজিপি-র সদস্যগণ সকল কর্মকর্তার করা পরিস্থিতি বিশ্লেষণসমূহ যাচাই-বাছাই এবং আলোচনার ভিত্তিতে ০৯টি খাত নির্বাচন করেন এবং সেই ০৯টি খাতের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ চূড়ান্ত করেন।

চিত্র: মৌলভীবাজার সদর উপজেলায় পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও সম্পদের চিত্রায়ন কর্মশালা

সম্পদের চিত্রায়নের ক্ষেত্রে, নির্দেশিকায় অন্তর্ভুক্ত নমুনা টেবিল (ফরম্যাট) হস্তান্তরিত বিভাগের কর্মকর্তাগণ এবং উপজেলার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত সকল অংশীজনকে পাঠানো হয়েছিল। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বড়লেখা উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সম্পদের চিত্রায়নের একটি উদাহরণ নমুনা টেবিলের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছিল। ফলস্বরূপ, সংশ্লিষ্ট হস্তান্তরিত বিভাগের কর্মকর্তাগণ সহজে ফরম্যাটটি পূরণ করতে পেরেছেন এবং সম্পদের চিত্রায়নের জন্য কর্মশালায় পরিস্থিতি বিশ্লেষণের প্রকৃত কাজে অংশ নেওয়ার আগে এটি ইউএনও-এর অফিসে জমা দিতে সমর্থ হয়েছেন। সময়মতো উপজেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে ইউএনও'র আগ্রহ এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

ফলাফল

- সকল প্রধান এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিয়ে কর্মশালার আয়োজন কোনো বিলম্ব ছাড়াই যথাসময়ে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এর জন্য পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং সম্পদের চিত্রায়ন কাজটি সম্পন্ন করতে সাহায্য করেছে।
- এই পদ্ধতিটি অবলম্বনের মাধ্যমে মৌলভীবাজার সদর উপজেলা যথাসময়ে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সক্ষম হয় ।

ইউআইসিডিপি উত্তম চর্চা- ২

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় গজারিয়া উপজেলা পরিষদ সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে

গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ

- গজারিয়া উপজেলা পরিষদ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রতিটি পর্যায়ে নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে।
- সাধারণ নাগরিক, উপজেলার সর্বস্তরের জনপ্রতিনিধি, গণমাধ্যমকর্মী, সুশীল সমাজ সংগঠন, মুক্তিযোদ্ধা এবং উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাগণ পরিকল্পনা সংক্রান্ত আয়োজিত সভার মাধ্যমে তাদের নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন।
- পরিকল্পনা প্রণয়নে সাধারণ জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণের ফলে পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রায় শতভাগ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে।

স্থান ও সময়কাল

গজারিয়া উপজেলা পরিষদ, ২০২০-২০২১ অর্থ বছর

পটভূমি

ইউআইসিডিপি প্রকল্পের কার্যক্রম শুরুর আগে গজারিয়া উপজেলা কখনোই বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেনি। এখন উপজেলা পরিষদ প্রতি বছর শুধু বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাই প্রণয়ন করছে না, উপরন্তু এই বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের অংশগ্রহণও নিশ্চিত করেছে। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রতিটি ধাপে নাগরিকদের পরামর্শ গ্রহণ করা হয়। জনগণের চাহিদা ও প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে উন্নয়ন প্রকল্পগুলো নির্বাচন করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়া চলাকালে উপজেলা পরিষদ হস্তান্তরিত বিভাগ এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের পরামর্শ সভাগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং সম্পদ চিত্রায়নের জন্য তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছে।

সফল পদক্ষেপসমূহ

- গজারিয়া উপজেলা পরিষদ শুরু থেকেই ইউআইসিডিপি প্রকল্পের একটি পাইলট উপজেলা। এই পরিষদ একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসহ মোট চারটি বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। উপজেলা পরিষদ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণের গুরুত্ব ক্রমশ অনুধাবন করেছে। তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য উপজেলা পরিষদ হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ত করে জনসাধারণের সাথে পরামর্শ সভার আয়োজন করে। একজন কৃষক, যিনি সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট এগ্রিকালচার অফিসার (SAAO) দ্বারা আয়োজিত একটি ইউনিয়ন স্তরের সভায় যোগ দিতে এসে বলেছিলেন যে "প্রথমবারের মতো, আমাদের কার্যক্রমে আমরা যে চ্যালেঞ্জসমূহের মুখোমুখি হচ্ছি সে সম্পর্কে কথা বলার সুযোগ পেয়েছি। এখানে কর্মকর্তাদের কাছে আমাদের দাবিও পেশ করার সুযোগ আছে। উপজেলা পরিষদ আমাদের মতামতকে মূল্যায়ন করছে এবং আমাদেরকেও গুরুত্বপূর্ণ মনে করছে।"
- এখানে উল্লেখ্য যে, উপজেলা পরিষদ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে হস্তান্তরিত বিভাগসমূহকে নিযুক্ত করে। সাধারণ জনগণের সাথে পরামর্শ সভা আয়োজন করে সংগৃহীত সকল তথ্য বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং সম্পদের চিত্রায়নে ব্যবহার করে। প্রকৃতপক্ষে, প্রায় ১৬টি খাতের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং পরবর্তীতে উপজেলা কমিটি, টিজিপি এবং প্রকল্প নির্বাচন কমিটির অনেকগুলো বৈঠকে এই তথ্য-উপাত্ত বিবেচনা করেছে। গজারিয়া উপজেলার চেয়ারম্যান ও ইউএনও বিভিন্ন মহল থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের লক্ষ্যে অন্যান্য সকল উপজেলা কমিটিকে সক্রিয় করার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।
- ইউএনও বলেছিলেন যে "সাধারণ জনগণের সাথে পরামর্শ ব্যতীত, স্থানীয় উন্নয়ন চাহিদা সম্পর্কিত তথ্য দক্ষতার সাথে মূল্যায়ন করা যায় না। আমরা এই উপজেলায় অর্থবহ স্থানীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য এই প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখব"।
- গজারিয়া উপজেলার চেয়ারম্যান উল্লেখ করেছেন যে "আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে সাধারণ জনগণের মতামতের ভিত্তিতে প্রকৃত উন্নয়ন চাহিদা চিহ্নিত করা। আমরা বিগত বছরের শিখনের উপর ভিত্তি করে প্রতি বছর বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়া উন্নত করার চেষ্টা করছি। আমরা বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে জনগণ-কেন্দ্রিক স্থানীয় উন্নয়ন করতে চাই"।

ফলাফল

- গজারিয়া উপজেলা বর্তমানে বিভিন্ন খাতের প্রকৃত চাহিদা শনাক্ত করতে সক্ষম এবং এই উপজেলা এখন সাধারণ মানুষের চাহিদা বিশ্লেষণের ভিত্তিতে পরিকল্পনা গ্রহণ করে।
- উপজেলা অতীতের মতো যথেচ্ছভাবে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে না।
- স্থানীয় চাহিদা চিহ্নিত করার জন্য এবং পরামর্শ সভা আয়োজনের ফলে স্থানীয় নাগরিকদের সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে, প্রকল্প/স্কিম বাস্তবায়ন সহজ এবং অংশগ্রহণমূলক হয়েছে।

ইউআইসিডিপি উত্তম চর্চা- ৩
কালীগঞ্জ উপজেলা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে যথাযথ সংযোগ স্থাপনে সফল হয়েছে

গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ
• কালীগঞ্জ উপজেলা ২০১৪-২০১৯ অর্থবছরে প্রথম একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তৈরি করেছিল। • উপজেলা বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের সময় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুসরণ করত না। • এখন কালীগঞ্জ উপজেলা বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (২০২০-২০২৪ অথবছর) লক্ষ্যসমূহের মধ্যে যথাযথ সংযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে৷

স্থান এবং সময়কাল
উপজেলা পরিষদ, কালীগঞ্জ, লালমনিরহাট ২০২০-২০২১ অর্থবছর

পটভূমি

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন একটি সহজ কাজ। অপরপক্ষে, প্রতি বছর বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জন করা যে কোনো উপজেলার জন্য সবসময়ই কঠিন একটি কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়। কিন্তু কালীগঞ্জ উপজেলা সফলভাবে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে সংযোগ স্থাপন এবং এই প্রক্রিয়ার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে সক্ষম হয়েছে।

সফল পদক্ষেপসমূহ

২০১৪-২০১৯ অর্থবছরে কালীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। এটি ছিল নামসর্বস্ব একটি ডকুমেন্ট যা উপজেলা পরিষদ তাড়াহুড়ো করে তৈরি করেছিল এবং প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহকে বিবেচনায় নেয়া হতো না। ইউআইসিডিপি'র কাজ শুরু হওয়ার পর, কালীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ ২০২০-২০২৪ অর্থবছরের জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। তারপর থেকে পরিষদ প্রতি বছর পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২০-২০২৪ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে আসছে।

ইউআইসিডিপি'র কাজ শুরুর পূর্বে, উপজেলা পরিষদ তাদের ইচ্ছামত প্রকল্প/স্কিম গ্রহণ করত এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহের সাথে সঙ্গতি রেখে স্কিম গ্রহণ করার কোনো চেষ্টা করা হত না, যা এখন করা হচ্ছে। এখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, কালীগঞ্জ উপজেলায় এই পার্থক্য সৃষ্টির পিছনে কারণ কি? উপজেলা কীভাবে পঞ্চবার্ষিক এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে এই সমন্বয় স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে? কোন বিষয় বা নিয়ামকসমূহ এই সাফল্যের পেছনে অবদান রেখেছে?

কালীগঞ্জ উপজেলায় এই পার্থক্য সৃষ্টি এবং এই সাফল্যের পেছনে নিম্নলিখিত কারণসমূহ অবদান রেখেছে:

- UICDP কর্তৃক উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান;
- উপজেলা চেয়ারম্যানের মালিকানাবোধ (ownership) ও নেতৃত্ব;
- ইউএনও-র মালিকানাবোধ (ownership), অনুপ্রেরণা এবং সহায়তা;
- অন্যান্য অংশীজনদের পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গি; এবং
- উপজেলার অংশীজনদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব।

প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, ইউআইসিডিপি কর্তৃক আয়োজিত উন্নয়ন পরিকল্পনার উপর বেশ কয়েকবার প্রশিক্ষণ পেয়ে উপজেলা অংশীজনগণ বিশেষ করে চেয়ারম্যানগণ অত্যন্ত অনুপ্রাণিত হয়েছেন। ইউএনও-ও সমানভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন। চেয়ারম্যান এবং ইউএনও উভয়েই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের গুরুত্ব উপজেলার অন্যান্য অংশীজনদের ব্যাখ্যা করেছিলেন এবং তাদের এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেন। অংশীজন সকলেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করা এবং পঞ্চবার্ষিক ও বার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যে যৌক্তিক সংযোগ নিশ্চিত করা আরও গুরুত্বপূর্ণ। কালীগঞ্জ উপজেলার চেয়ারম্যানের ভাষায়, "আমরা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শুধুমাত্র প্রণয়নের জন্য বা শুধু প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুত করি না। আমরা এখন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহের সাথে সঙ্গতি বজায় রেখে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাই। আমরা বুঝতে পেরেছি যে, এলোমেলো স্কিম নিলে সেটা আমাদের স্থানীয় উন্নয়ন লক্ষ্য

অর্জনে কখনই সাহায্য করবে না, এমনকি আমাদের ইউএনও এবং হস্তান্তরিত বিভাগের কর্মকর্তাগণও এই বিষয়ে খুব ভালভাবে অনুপ্রাণিত।" কালীগঞ্জ উপজেলা কর্তৃক প্রণীত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য এবং বার্ষিক পরিকল্পনায় গৃহীত স্কিমের মধ্যে তুলনা করলেই বিষয়টি পরিষ্কার বুঝা যায়। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০২০-২০২৪), উপজেলা পরিষদ আগামী পাঁচ বছরের জন্য ২৫টি লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এর মধ্যে শিক্ষা খাতে ১১টি, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন খাতে ৫টি, যোগাযোগ খাতে ৫টি এবং কৃষি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি খাতে ৪টি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের পর উপজেলা পরিষদ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রতি বছর বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে আসছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য এবং বার্ষিক পরিকল্পনার স্কিমসমূহের মধ্যে বিচ্যুতি ব্যাপকভাবে হ্রাস করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক পরিকল্পনাতে ৭৯টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য অনুসারে বাস্তবায়িত হয়েছিল। একইভাবে, পরবর্তী অর্থবছরের (২০২০-২১) বার্ষিক পরিকল্পনাতে মোট ৮১টি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছিল এবং এর মধ্যে মোট ৭৭টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য অনুযায়ী বাস্তবায়িত হয়েছে।

এখন উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রতি বছর বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করার আগে, হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের কাছ থেকে আর্থ-সামাজিক তথ্য, সম্পদের চিত্রায়ন এবং পরিস্থিতি বিশ্লেষণসহ ০৩ ধরনের তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করতে অনুরোধ করা হয়। অনুরোধকৃত তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করার আগে, হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ প্রণয়নকৃত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পরীক্ষা করে, কারণ তারা এটিকে প্রতি বছর তথ্য প্রদানের ভিত্তি হিসাবে বিবেচনা করে। টিজিপি (TGP) এবং UCFBPLRM পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং সম্পদের চিত্রায়নের জন্য হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ থেকে প্রাপ্ত তথ্য যাচাই-বাছাই করে এবং তারপর তারা সংশ্লিষ্ট বছরের জন্য অগ্রাধিকার বিবেচনায় খাত ভিত্তিক লক্ষ্য নির্ধারণ করে। টিজিপি (TGP) সংশ্লিষ্ট বছরের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তাও পরীক্ষা করে। উপজেলা চেয়ারম্যানও ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানদের অনুরোধ করেন, জরুরি প্রয়োজন ব্যতীত, উপজেলা পরিষদে এমন প্রকল্প জমা না দেওয়ার জন্য যেগুলি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। যেহেতু উপজেলা পরিষদ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকে তাদের উপজেলার জন্য একটি মধ্য-মেয়াদী উন্নয়ন কৌশল হিসেবে বিবেচনা করে যা স্থানীয় জনগণের উন্নতির জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে, এই কারণে তারা অন্যান্য অংশীজনদের কাছ থেকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প গ্রহণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকে। নিচের সারণিতে দেখানো হলো যে কীভাবে কালীগঞ্জ উপজেলা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহের মধ্যে সমন্বয় বজায় রেখেছে:

সারণি ১: পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য এবং বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহের তুলনামূলক চিত্র

	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য	বার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৯-২০ এর লক্ষ্য	২০১৯-২০ এর অর্জন	বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২০-২১ এর লক্ষ্য	২০২০-২১ এর অর্জন
১	৫৯টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন	২৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অবকাঠামো উন্নয়ন	৩০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৬টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অবকাঠামো উন্নয়ন	১৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়
২	২০০০ জোড়া বেঞ্চ প্রদান	৪৫০ জোড়া বেঞ্চ	৩০১ জোড়া বেঞ্চ	৮৫ জোড়া বেঞ্চ	১২০ জোড়া বেঞ্চ
৩	মাধ্যমিক স্তরের ১৮০ জন শিক্ষকের জন্য বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ	৩০ জন ইংরেজি শিক্ষক	৩০ জন ইংরেজি শিক্ষক	৬০ জন বিজ্ঞান শিক্ষক	৬০ জন বিজ্ঞান শিক্ষক
৪	১২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্যানিটেশন এবং পানিসরবরাহের উন্নতি	০৬টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	০৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	০৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	০৬টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়
৫	২৩০টি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ক্রীড়া সরঞ্জাম সরবরাহ করা	৪৫টি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৪৫টি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৮৫টি প্রাথমিক ও ৬৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৮৫টি প্রাথমিক ও ৬৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়
৬	মাধ্যমিক স্তরের ২০০০ দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের মধ্যে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ	৫০ জন দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সাইকেল প্রদান	৫২ জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থী	৬৫ জন দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সাইকেল বিতরণ	৫৫ জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থী
৭	মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে ৪০টি বাল্যবিবাহ বিরোধী প্রচারা অভিযানের আয়োজন	০৮টি প্রচারণার আয়োজন	----------------	-----------------------	-----------------
৮	প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা	১০ জন সরকারি	১০টি সরকারি	সরকারি প্রাথমিক	১৬৫টি সরকারি

	প্রশিক্ষণ	প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ	প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি	বিদ্যালয়ের ১৬৫ জন প্রধান শিক্ষক	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক
৯	৯০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন মেরামত	-------------------------	----------------	----------------------	-----------------
১০	১৬০টি স্কুলে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম তৈরির জন্য সরঞ্জাম সরবরাহ করা।	-------------------------	----------------	৬১টি স্কুলে অনলাইন ক্লাসের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহ করা হচ্ছে।	৭১টি মাধ্যমিক স্তরের স্কুল।
১১	বিদ্যুৎবিহীন ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সোলার প্যানেল স্থাপন	বিদ্যুৎবিহীন ২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়।	----------------	-----------------------	----------------
১২	স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চাহিদা অনুযায়ী সরঞ্জাম, আসবাবপত্র এবং অন্যান্য অবকাঠামো সরবরাহ করা।	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও কমিউনিটি ক্লিনিকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা	১টি জেনারেটর, ৪০টি নেবুলাইজার মেশিন, ৪০ সেট ওয়েটিং চেয়ার	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দুস্থ রোগীর যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা	২০-শয্যার কেন্দ্রীয় অক্সিজেন লাইন স্থাপন
১৩	০৫টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে স্বাভাবিক প্রসবের সুবিধা নিশ্চিত করা	১টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	০১টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	০৩টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	০১টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র
১৪	প্রাতিষ্ঠানিক স্বাভাবিক প্রসবের বিষয়ে ৮০টি সচেতনতামূলক প্রচারণার আয়োজন করা	৮০টি সচেতনতামূলক প্রচারাভিযানের আয়োজন করা	১০টি সচেতনতামূলক প্রচারণা	----------------------	----------------
১৫	৫০০০ পরিবারের জন্য স্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন	১০০০ পরিবারে স্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন	৫০০ পরিবার	২০০টি পরিবারে স্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন	২০০ পরিবার
১৬	৫০০ পরিবারের জন্য নলকূপ স্থাপন	১০০টি পরিবারের জন্য নলকূপ স্থাপন	৭১টি পরিবার	১৫টি পরিবারের জন্য নলকূপ স্থাপন	১৫টি পরিবার
১৭	১০ কিমি এইচবিবি/সিসি সংযোগ সড়ক নির্মাণ।	৮০০ মিটার এইচবিবি/সিসি সংযোগ সড়ক।	৫৮৪ মিটার	২০০০ মিটার এইচবিবি/সিসি সংযোগ সড়ক।	১৩৮৬ মিটার
১৮	২৫০০ মিটার ড্রেন নির্মাণ	৩০০ মিটার ড্রেন	৭৬ মিটার ড্রেন	৫০০ মিটার ড্রেন	২১৮ মিটার
১৯	২৫০০ মিটার গাইড ওয়াল নির্মাণ	৫০০ মিটার গাইড প্রাচীর	৪৭২ মিটার গাইড ওয়াল	৫০০ মিটার গাইড ওয়াল	৬০ মিটার গাইড ওয়াল
২০	২৪টি কার্লভার্ট নির্মাণ	------------------------	---------------	০৪টি কার্লভার্ট	০৪টি কার্লভার্ট
২১	১৫ সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবকাঠামো উন্নয়ন	০৫টি সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং অন্যান্য অবকাঠামো	০৫ প্রতিষ্ঠান	৬টি ইউনিয়ন পরিষদ, ১টি সরকারি অফিস, ২টি সামাজিক প্রতিষ্ঠান।	৭টি ইউনিয়ন পরিষদ, ১টি সরকারি অফিস
২২	৪০০ জন কৃষকের জন্য প্রশিক্ষণ।	১২০ জন সবজি চাষীকে প্রশিক্ষণ প্রদান	১২০ সবজি চাষী	কৃষকদের মধ্যে উপকরণ বিতরণ করা হবে।	-----------------
২৩	২০০ জন মৎস্য চাষী ও পশুপালনকারীকে প্রশিক্ষণ ও	উপজেলার ১০০ জন মাছ চাষীর মধ্যে	---------------	১০০ জন মৎস্য খামারি ও পশু খামারিদের	৫০ জন মাছ চাষী এবং ৫০ জন

	সরঞ্জাম প্রদান	উপকরণ প্রদান		প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে	পশুপালনকারী
২৪	গবাদি পশুর জন্য ভ্যাকসিন প্রদান	গবাদি পশুর জন্য ৫০,০০০ ডোজ কৃমিনাশক ওষুধ সরবরাহ	৫০,০০০ ডোজ	পশু খামারিদের মধ্যে ঔষধ বিতরণ	-----------------
২৫	৩০০ জন নারী ও পুরুষের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ	----------------------- -	----------------	১৫০ জন পুরুষ এবং মহিলা	১৫০ জন পুরুষ এবং মহিলা

উৎস: পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা; বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১; উপজেলা পরিষদ; কালীগঞ্জ; লালমনিরহাট। ইউআইসিডিপি কর্তৃক পরিমার্জিত।

উপরের সারণিতে উপস্থাপিত তথ্যসমূহ থেকে এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান যে, কালীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ ২ দফায় বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেছে যেখানে, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ২৫টি লক্ষ্যের মধ্যে ১৯টি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছে এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ৩টি লক্ষ্য আংশিকভাবে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ০৩ টি লক্ষ্য (লক্ষ্য ৭, ৯ এবং ১১) অর্জনের জন্য কোন স্কিম বাস্তবায়ন করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, লক্ষ্য-০৭ অর্জনের জন্য, কালীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছিল, কিন্তু COVID-19 এর প্রাদুর্ভাবের কারণে পরিষদ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করতে পারেনি।

ফলাফল

১. ২০১৯-২০ অর্থবছরে, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ৭৯টি প্রকল্প ছিল, গৃহীত প্রকল্পের সবকটিই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুসারে বাস্তবায়িত হয়েছে;

২. ২০২০-২১ অর্থবছরে, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ৮১টি প্রকল্পের মধ্যে ৭৭টি প্রকল্প পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী বাস্তবায়িত হয়েছে;

৩. সারণী ২-তে ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় খাতওয়ারি বরাদ্দ এবং ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এবং এটি কালীগঞ্জ উপজেলার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের মধ্যে সংযোগ প্রতিষ্ঠার স্বাক্ষর বহন করে।

সারণি -২ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বরাদ্দ বনাম বার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন

খাত	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বরাদ্দ (টাকা)	গড় বাৎসরিক বরাদ্দ (টাকা)	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০১৯-২০ ব্যয় (টাকা)	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০২০-২১ ব্যয় (টাকা)
শিক্ষা	৬৫৯,৫০,০০০	১৩১,৯০,০০০	১৭৮,৪০,০০০	১৪২,০০,০০০
অবকাঠামো এবং যোগাযোগ	৬০০,০০,০০০	১২০,০০,০০০	৬৩,০০,০০০	১২০,৫০,০০০
স্বাস্থ্য এবং স্যানিটেশন	১৮০,০০,০০০	৩৬,০০,০০০	৩৯,৫০,০০০	২৬,০০,০০০
কৃষি ও কর্মসংস্থান	২২,৫০,০০০	৪,৫০,০০০	৫,০০,০০০	১২,৮০,০০০
মোট	১৪৬২,০০,০০০	২৯২,৪০,০০০	২৮৫,৯০,০০০	৩০১,৩০,০০০

উৎস: পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা; বার্ষিক কর্মসম্পাদন প্রতিবেদন ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১; উপজেলা পরিষদ; কালীগঞ্জ; লালমনিরহাট।

৪. উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় সম্পদ চিত্রায়নের তথ্য হালনাগাদ করা হয়েছিল বিধায় কালীগঞ্জ উপজেলা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ৯, ১০ এবং ১১ অর্জনের লক্ষ্যে গৃহীত উন্নয়ন উদ্যোগসমূহে দ্বৈততা এড়াতে সক্ষম হয়েছে ।

ইউআইসিডিপি উত্তম চর্চা- ৪

অংশীজনদের সাথে বৃহৎ পরিসরে পরামর্শ সভা স্থানীয় চাহিদা সঠিকভাবে চিহ্নিতকরণ এবং জনগণের জন্য উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সহায়তা করে

গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ

- অংশীজনদের সাথে বৃহৎ পরিসরে পরামর্শ সভা এবং সম্পদের চিত্রায়ন করার মাধ্যমে স্থানীয় চাহিদাসমূহ কার্যকরভাবে সনাক্তকরণ সম্ভবপর হয়।
- ইউআইসিডিপি এর সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা নির্দেশিকাতে প্রস্তাবিত অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিকল্পনার ধারণাটি অনুসরণ করে উল্লাপাড়া উপজেলা এখন সর্বোত্তম ফলাফলের জন্য স্থানীয় উন্নয়ন চাহিদা নির্ণয় এবং তাদের সমস্যা সঠিকভাবে চিহ্নিতকরণে এবং তা সমাধানকল্পে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণে সক্ষম।

স্থান ও সময়কাল

উল্লাপাড়া উপজেলা পরিষদ, ২০২০-২০২১ অর্থ বছর

পটভূমি

উল্লাপাড়া সিরাজগঞ্জ জেলার অধীন একটি বৃহৎ উপজেলা যেখানে ১৪টি ইউনিয়ন এবং আনুমানিক ৬ লাখ লোকের বসবাস। ইউআইসিডিপি'র সূচনা থেকে, উল্লাপাড়া উপজেলা পরিষদ একটি পাইলট উপজেলা ছিল এবং এই প্রকল্পের সময়কালে উল্লাপাড়া উপজেলা, উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা নির্দেশিকা অনুসরণ করে চারটি বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৯-২০ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর) প্রণয়ন করে। ইতোমধ্যে, উল্লাপাড়া উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা নির্দেশিকাতে বর্ণিত সকল প্রক্রিয়াকে সফলভাবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে সক্ষম হয়েছে। উপজেলা পরিষদের অংশীজনগণ প্রয়োজন শনাক্তকরণ এবং পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় সমাজের সর্বস্তরের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে বিশেষ মনোযোগ দেন। অংশীজনদের বৃহৎ পরিসরে সম্পৃক্ততা উপজেলা পরিষদকে প্রকৃত স্থানীয় উন্নয়ন চাহিদাগুলোকে কার্যকরভাবে চিহ্নিত করতে এবং যথেচ্ছভাবে স্কিম পরিবর্তন না করে পরিকল্পিতভাবে গৃহীত স্কিমগুলি বাস্তবায়ন করতে সাহায্য করেছে।

সফল পদক্ষেপসমূহ

২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের আগে পরিস্থিতি বিশ্লেষণে স্পষ্ট হয় যে কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে উল্লাপাড়া উপজেলায় বেকারত্বের হার বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে, পরিষদ সর্বস্তরের মানুষকে সম্পৃক্ত করে একাধিক পরামর্শ সভার আয়োজন করে। এসব সভায় সুবিধাবঞ্চিত নারী-পুরুষ এবং বেকার যুবক, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মানুষ অর্থাৎ তৃতীয় লিঙ্গ (হিজড়া), এনজিও প্রতিনিধি, গণমাধ্যমকর্মী, সুশীল সমাজের ব্যক্তিত্ব, মুক্তিযোদ্ধা, জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষ উপস্থিত ছিলেন। উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন বিভাগে এই পরামর্শ সভাগুলি কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের সময় আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়িয়ে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে চাহিদাভিত্তিক বিশেষ অগ্রাধিকার স্কিমগুলো সনাক্ত করার পথ প্রশস্ত করেছে।

চিত্র ১: উল্লাপাড়া উপজেলা পরিষদের পরিকল্পনা পরামর্শ সভা

পরামর্শ সভায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, উপজেলা কমিটি এবং পরিকল্পনা সংক্রান্ত কারিগরি দলের সদস্যরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। স্বল্প ও মধ্যমেয়াদে এই বেকার সমস্যা সমাধানে উপজেলা পরিষদকে দ্রুত কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে বলে তারা ঐকমত্য পোষণ করেন।

চিত্র-২: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য উপজেলা কমিটির সভা

চিত্র-৩: পরিকল্পনার কারিগরি দলের (টিজিপি) সভা

অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা এবং স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি এবং টিজিপি-র সদস্যদের দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে বেকারত্বের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য টেকসই আত্মকর্মসংস্থান তৈরির লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় বেশ কয়েকটি বিশেষ স্কিম গ্রহণ করা হবে যার মধ্যে রয়েছে যুবকদের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, মৎস্য চাষ এবং কুটির শিল্প (নকশী কাঁথা) বিষয়ে প্রশিক্ষণ।

চিত্র-৪: কুটির শিল্পের উপর প্রশিক্ষণ (নকশী কাথা)

যদিও এই বিশেষ আত্মকর্মসংস্থানের স্কিমগুলো পরিস্থিতির কারণে (কোভিড-১৯) নেওয়া হয়েছিল তবে এগুলো উল্লাপাড়া উপজেলার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে পরিকল্পিত “মানব উন্নয়ন” এর লক্ষ্যগুলির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। রাবেয়া খাতুন নামে একজন মহিলা- যিনি “নকশী কাঁথা” সেলাই প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছিলেন, তিনি উল্লেখ করেছেন যে এই দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি তার জীবনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তিনি বলেছিলেন যে “আমি সত্যিই খুশি যে আমি এখন থেকে ‘নকশী কাঁথা’ বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হব। কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের প্রাথমিক সময়কালে আমার স্বামী বেশিরভাগ সময় বেকার ছিলেন। আমরা অনেক কষ্ট করেছি, এখন কোভিড-১৯ এর মধ্যেও আমি অর্থ উপার্জন করতে পারি এবং আমার স্বামীর সাথে আমার পরিবারকে সহায়তা করতে পারছি।”

চিত্র-৫: মাছ চাষ প্রশিক্ষণ

চিত্র-৬: তরুণদের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণ

স্থানীয় একজন গ্রামবাসী যিনি মাছ চাষের প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছিলেন তার মতামত ছিল যে “এখন আমরা জানি কীভাবে আমাদের নিজেদের বাড়ির উঠোনে আমাদের ছোট পুকুরে কম খরচে মাছ চাষ করা যায়। এই দক্ষতা স্ব-নির্ভর হতে এবং আগামী বছরগুলোতে আমার পরিবারের জন্য অর্থ উপার্জন করতে সহায়তা করবে।”

শারমিন আক্তার (২০) নামে একজন নারী যিনি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন তিনিও প্রশিক্ষণে তার সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন এবং তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে “আমি এখন কম্পিউটার জানি, আমি এখন অনেকগুলো প্রোগ্রাম পরিচালনা করতে পারি এবং আমি কীভাবে ব্রাউজ করতে হয় জানি, আমি শীঘ্রই একটি অনলাইন ব্যবসা শুরু করতে চাই এবং আমি খুশি কারণ আমি এখন থেকে উপার্জন করতে থাকব এবং আমার উচ্চ শিক্ষা চালিয়ে যাব।”

এখানে উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই ধরনের দক্ষতা উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রকল্পগুলো গ্রহণ করা হয়েছিল কারণ অনেক অংশীজনকে সংশ্লিষ্ট করে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা হয়েছিলো যেখানে দেখা গিয়েছিলো যে এই ধরনের প্রশিক্ষণ স্থানীয় জনসাধারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় চাহিদা সংগ্রহের প্রক্রিয়া চলাকালীন এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে সুবিধাবঞ্চিত তৃতীয় লিঙ্গ (হিজরা) এর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছিল। এটি ছিল উপজেলা পর্যায়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুশীলনের এক অনন্য উদাহরণ। এই সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ বা ‘প্রিয় নীড়’ এর নিকট অবস্থিত নদীতে উপজেলার এডিপি’র বরাদ্দ থেকে একটি সিঁড়ি (ঘাটলা) নির্মাণ করা হয়েছে।

হিজড়া সম্প্রদায়ের এক প্রতিনিধির কথায়, “আমাদের কণ্ঠস্বরকে আগে কখনো শোনা হতো না, এবার উপজেলা পরিষদ আমাদের দাবিকে বিবেচনায় নিয়ে একটি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে, আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এবং আর পিছিয়ে নেই বোধ করছি।” উপজেলার একটি নির্দিষ্ট এলাকায় হিজড়া সম্প্রদায়ের সদস্যদের আবাসন সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য এবং নদীতে তাদের গোসলের সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য এই প্রকল্পটি হাতে নেওয়া হয়েছিল।

এছাড়া উল্লাপাড়া উপজেলার একদল কৃষক শীত মৌসুমে সরিষা ফুল থেকে মধু উৎপাদনের জন্য সুপরিচিত। তবে মধু প্রক্রিয়াকরণের সুবিধা না থাকায় মধু উৎপাদনে জড়িত কৃষকরা ন্যায্য দাম পাননি। মধু উৎপাদকদের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে উল্লাপাড়া উপজেলা পরিষদ একটি মধু প্রক্রিয়াকরণ কারখানা নির্মাণের পরিকল্পনাও হাতে নেয়। এখানে উল্লেখ্য যে, উপজেলা পরিষদের এই বিশেষ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয় ইউজিডিপি’র তহবিল থেকে প্রাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করে।

উত্তম চর্চার এই দৃষ্টান্ত থেকে যে মূল শিক্ষাটি পাওয়া যায় তা হলো যে সঠিকভাবে চাহিদা মূল্যায়ন, পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং সম্পদ চিত্রায়ন নিশ্চিত করা গেলে উপজেলা পরিষদের পক্ষে প্রয়োজন ভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা সম্ভব এবং এই প্রক্রিয়ায় সর্বস্তরের মানুষ এর সুফল পেতে পারে। ইউআইসিডিপি-র সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা নির্দেশিকায় এই বার্তাগুলো দেয়া হয়েছে যা উল্লাপাড়া উপজেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুশীলনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। প্রকল্পের শুরু থেকেই উল্লাপাড়া উপজেলা পরিষদ ইউআইসিডিপি-র আওতায় পাইলট উপজেলা হিসেবে ছিলো। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বিষয়ে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানসহ সকল কর্মকর্তাবৃন্দ ও জনপ্রতিনিধিগণ একাধিকবার প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে তারা ২০২০-২০২১ অর্থবছরের জন্য একটি অংশগ্রহণমূলক বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছেন। স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক, জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেনের ভাষায়, “অন্তর্ভুক্তিমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে উল্লাপাড়া উপজেলা পরিষদ শুধু সিরাজগঞ্জ জেলায় নয়, সারাদেশে একটি রোল মডেল হয়ে উঠেছে।”

ফলাফল
• UICDP প্রকল্পের কারিগরি সহায়তায় উল্লাপাড়া উপজেলা একটি পরিকল্পনা চক্র স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে যেখানে মাঠ পর্যায়ের চাহিদা নিরূপণ করা হয়; • উপজেলা একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক পদ্ধতি গ্রহণ করেছে এবং হালনাগাদকৃত তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে বস্তুনিষ্ঠ পরিস্থিতি বিশ্লেষণের পর স্থানীয় জনগণের জন্য চাহিদা ভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে; • উপজেলা কোভিড-১৯ মহামারী চলাকালীন সময়ে কার্যকরভাবে জনগণের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে। উপজেলায় এমন স্কিম অন্তর্ভুক্ত ছিল যা উপজেলার জনগণের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে অবদান রেখেছে এবং তাদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে বিশেষ ভুমিকা রেখেছে।

ইউআইসিডিপি উত্তম চর্চা- ৫

আগৈলঝড়া উপজেলায় টিজিপি সদস্যদের নিয়ে উপ-কমিটি গঠন বার্ষিক উন্নয়ন প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে অবদান রেখেছে

গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ

- দায়িত্বের সুস্পষ্ট বণ্টনের মাধ্যমে টিজিপি সদস্যদের নিয়ে দু'টি উপ-কমিটি (প্রতি কমিটিতে তিনজন সদস্য) গঠন করা হয়েছিল;
- এই কমিটিগুলি পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং নির্দেশিকাতে বর্ণিত উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্যান্য ধাপসমূহের কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য সময়মত প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে;
- অর্পিত দায়িত্বের অগ্রগতি সংক্রান্ত আলোচনার জন্য ইউএনও-র সাথে উপ-কমিটির বৈঠক সাপ্তাহিক ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে;
- এই ধারণাটি ডিডিএলজি মহোদয় কর্তৃক বরিশালের অন্যান্য উপজেলা (বানারীপাড়া, বাবুগঞ্জ, গৌরনদী, মুলাদী, মেহেন্দিগঞ্জ এবং বরিশাল সদর)- ইউএনওদের সাথে একটি সংক্ষিপ্ত বৈঠকে শেয়ার করা হয়েছিল, যা উপরোক্ত উপজেলাসমূহকে তাদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজটি সময়মতো সম্পন্ন করতে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে।

স্থান এবং সময়কাল

আগৈলঝড়া উপজেলা পরিষদ; অর্থ বছর ২০২১-২০২২

পটভূমি

পাইলট উপজেলাগুলিতে একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন চক্র প্রতিষ্ঠায় উপজেলা পরিষদকে সহায়তা করার লক্ষ্যে ইউআইসিডিপি প্রথম পর্যায়ে উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ক একটি নির্দেশিকা প্রস্তুত করেছে। উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনার নির্দেশিকা স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং এটি বাংলাদেশের সকল উপজেলাসমূহে বিতরণ করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশিকাতে অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা এবং স্থানীয় সম্পদ আহরণ (UCFBPLRM) বিষয়ক উপজেলা কমিটি কে সক্রিয় করার কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও, নির্দেশিকাতে উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্র পরিচালনায় UCFBPLRM এবং উপজেলা পরিষদকে সহায়তা করার জন্য পরিকল্পনা সংক্রান্ত কারিগরি দল (TGP) নামে পরিচিত একটি কমিটি গঠনের বিধান রয়েছে, যা ৫-৭ সদস্যের সমন্বয়ে ইউএনও-এর নেতৃত্বে গঠন করার সুপারিশ করা হয়েছে। এ বিধান অনুসারে আগৈলঝড়া উপজেলা পরিষদ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে ৭ সদস্য বিশিষ্ট TGP গঠন করেছে। এখানে উল্লেখ্য যে, উপজেলা পরিষদ TGP-তে সেইসব অংশীজনদের অন্তর্ভুক্ত করেছে যারা ইতোমধ্যে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত ওয়েব-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে।

পদক্ষেপসমূহ

ইউআইসিডিপি কর্তৃক প্রণীত উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ক নির্দেশিকায় উপজেলা পর্যায়ে সুষ্ঠু উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের (যেমন প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং প্রতিবেদন তৈরি) ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। COVID-19 মহামারির সময়কালে, UICDP এর দ্বিতীয় পর্যায়ে এ নির্দেশিকা অনুসারে পাইলট উপজেলাসমূহের অংশীজনদেরকে উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনার উপর তিন-ধাপে ওয়েব-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ওয়েব-ভিত্তিক প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আগৈলঝড়া উপজেলার ইউএনও (UNO) বিভিন্ন অংশীজনদের থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও পরিস্থিতি বিশ্লেষণের জন্য একটি অভিনব পন্থা অবলম্বন করেন। এই প্রক্রিয়াটি অত্যান্ত সাধারণ হলেও এটি আগৈলঝড়া উপজেলায় চমৎকারভাবে কাজ করেছে এবং এর ফলে আগৈলঝড়া উপজেলা এই জেলার অন্যান্য পাইলট উপজেলার আগে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছে। এই নতুন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোটির দৃষ্টান্তমূলক ফলাফলের কারণে UICDP এর জেলা সমন্বয়ক ডিডিএলজি এর সহায়তায় এই ধারণাটি উক্ত জেলার অন্যান্য পাইলট উপজেলার সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে শেয়ার করেছিল এবং তারাও এই পদ্ধতিটি গ্রহণ করে উপকৃত হয় এবং তারাও সময়মতো তাদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়- আগৈলঝড়া উপজেলা পরিষদের অনুসৃত পন্থা -

- আগৈলঝড়া উপজেলা পরিষদের জন্য নির্দেশিকা অনুসরণ করে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ছিল একটি নতুন অভিজ্ঞতা। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, উপজেলা পরিষদ ২১ অক্টোবর ২০২১ তারিখে তাদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদন করতে সক্ষম হয়েছিল। প্রশ্ন হল, কিভাবে এই উপজেলা পরিষদ এই প্রকল্পের নতুন পাইলট উপজেলা হিসেবে তাদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা সময়মতো সম্পন্ন করতে পেরেছে? উপজেলা চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য অংশীজনদের দলবদ্ধ প্রচেষ্টা পরিকল্পনাটি সময়মতো প্রণয়নে অবদান রেখেছে। যেটি আসলে একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য এনে দিয়েছে তা হল আগৈলঝড়া উপজেলা পরিষদ কর্তৃক TGP-র সদস্যদের সমন্বয়ে দু'টি উপ-কমিটি গঠন করা এবং উপ-কমিটির সদস্যদের মধ্যে নির্দিষ্ট দায়িত্ব বণ্টন করা। ২৮ জুলাই, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত উপজেলা পরিষদের সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে এই উপ-কমিটিগুলি গঠন করা হয়। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের

ধাপসমূহ মাথায় রেখে গঠিত কমিটির সদস্যদের নাম এবং দায়িত্ব বন্টন সংক্রান্ত রেজুলেশনের উপর ভিত্তি করে উপজেলা পরিষদ ইউএনও কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি অফিস আদেশ জারি করে। উপ-কমিটি গঠনের চিঠি এবং তাদের নির্দিষ্ট দায়িত্বসমূহ নিম্নের ছবিতে দেখানো হলো।

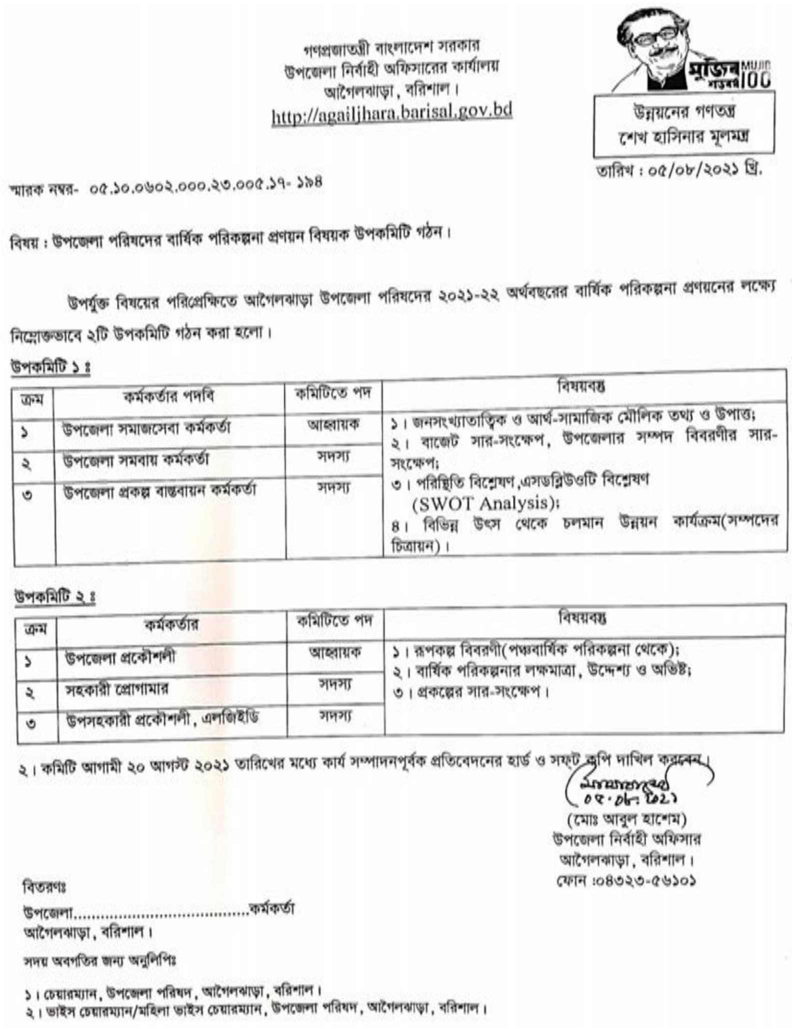

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
আগৈলঝাড়া, বরিশাল।
http://agailjhara.barisal.gov.bd

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

স্মারক নম্বর- ০৫.১০.০৬০২.০০০.২৩.০০৫.১৭- ১৯৪

তারিখ : ০৫/০৮/২০২১ খ্রি.

বিষয় : উপজেলা পরিষদের বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক উপকমিটি গঠন।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আগৈলঝাড়া উপজেলা পরিষদের ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে নিম্নোক্তভাবে ২টি উপকমিটি গঠন করা হলো।

উপকমিটি ১ ঃ

ক্রম	কর্মকর্তার পদবি	কমিটিতে পদ	বিষয়বস্তু
১	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	আহ্বায়ক	১। জনসংখ্যাতাত্ত্বিক ও আর্থ-সামাজিক মৌলিক তথ্য ও উপাত্ত; ২। বাজেট সার-সংক্ষেপ, উপজেলার সম্পদ বিবরণীর সার-সংক্ষেপ; ৩। পরিস্থিতি বিশ্লেষণ,এসডব্লিউওটি বিশ্লেষণ (SWOT Analysis); ৪। বিভিন্ন উৎস থেকে চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম(সম্পদের চিত্রায়ন)।
২	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য	
৩	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সদস্য	

উপকমিটি ২ ঃ

ক্রম	কর্মকর্তার	কমিটিতে পদ	বিষয়বস্তু
১	উপজেলা প্রকৌশলী	আহ্বায়ক	১। রূপকল্প বিবরণী(পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকে); ২। বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষমাত্রা, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট; ৩। প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ।
২	সহকারী প্রোগামার	সদস্য	
৩	উপসহকারী প্রকৌশলী, এলজিইডি	সদস্য	

২। কমিটি আগামী ২০ আগস্ট ২০২১ তারিখের মধ্যে কার্য সম্পাদনপূর্বক প্রতিবেদনের হার্ড ও সফট কপি দাখিল করবেন।

০৫.০৮.২০২১
(মোঃ আবুল হাশেম)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
আগৈলঝাড়া, বরিশাল।
ফোন :০৪৩২৩-৫৬১০১

বিতরণঃ
উপজেলা.......................................কর্মকর্তা
আগৈলঝাড়া, বরিশাল।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

১। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, আগৈলঝাড়া, বরিশাল।
২। ভাইস চেয়ারম্যান/মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, আগৈলঝাড়া, বরিশাল।

চিত্র-১: উপ-কমিটি গঠন এবং অফিস আদেশ

- প্রতিটি উপ-কমিটি তিনজন সদস্যের সমন্বয়ে গঠন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, উপ-কমিটি-১ এর আহবায়ক ছিলেন উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা এবং দুইজন সদস্য ছিলেন- উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা। উপ-কমিটি-২ এর আহবায়ক ছিলেন উপজেলা প্রকৌশলী এবং অন্য দুই সদস্য ছিলেন এলজিইডি'র সহকারী প্রোগ্রামার (এপি) ও উপ-সহকারী প্রকৌশলী। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) টিজিপি'র সভাপতি হওয়ায় এসব কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

- উপ-কমিটি-১ এর প্রধান দায়িত্ব ছিল আর্থ-সামাজিক তথ্য সংগ্রহ, বাজেট সার-সংক্ষেপ, উপজেলার সম্পদের চিত্রায়ন, পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, SWOT বিশ্লেষণ এবং সম্পদের চিত্রায়ন সম্পন্ন করা। অন্যদিকে, উপ-কমিটি-২ এর দায়িত্ব ছিল রূপকল্প, উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সূচক নির্ধারণ, অংশীজনদের কাছ থেকে প্রকল্প প্রস্তাব সংগ্রহ এবং প্রকল্পের সারাংশ তৈরি করা। এই উপ-কমিটিগুলি প্রথমে অভ্যন্তরীণ সভা করে এবং তারপর তাদের অর্পিত দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে কাজ শুরু করে। এখানে উল্লেখ্য যে, উপজেলা পরিষদ কর্তৃক বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজকে ত্বরান্বিত করার জন্য দু'টি কমিটি গঠন করা হলেও এ দু'টি উপ-কমিটি তাদের মধ্যে নিয়মিত সমন্বয় ও নিবিড় সহযোগিতা বজায় রেখে কাজ করে।

- উপ-কমিটির অভ্যন্তরীণ সভা সাপ্তাহিক ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হতো যেখানে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হতো। এই দুটি কমিটি তাদের কাজের অগ্রগতির জন্য ইউএনও'র কাছে দায়বদ্ধ ছিল। সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ইউএনও-র সাথে এই কমিটিসমূহের সভা অনুষ্ঠিত হতো যেখানে উপ-কমিটির সদস্যরা দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাদের অগ্রগতি এবং তারা যে প্রতিবন্ধকতাসমূহের সম্মুখীন হচ্ছেন তা অবহিত করতেন। এই সাপ্তাহিক অগ্রগতি পরিবীক্ষণ সভার মাধ্যমে ইউএনও কর্তৃক উপ-কমিটির সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। ইউএনওর সাথে উপ-কমিটির বৈঠকের কিছু ছবি নিচে দেওয়া হল।

চিত্র-২: ইউএনওর সাথে উপ-কমিটির বৈঠক

- উপ-কমিটিগুলি পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় UCFBPLRM-কে সহায়তার কাজটিও করছিল। উপ-কমিটি-১ সম্ভাব্য সকল উৎস থেকে উন্নয়ন পরিকল্পনার আর্থ-সামাজিক তথ্য, পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং সম্পদের চিত্রায়ন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করেছে। এই উপজেলা ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য ১৫টি খাতের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেছে। পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং সম্পদের চিত্রায়নের উপর ভিত্তি করে, UCFBPLRM উপ-কমিটির সহায়তায় আগৈলঝাড়া উপজেলার উন্নয়নের জন্য প্রধান অগ্রাধিকার খাতসমূহ নির্ধারণ করে এবং তারা উন্নয়ন রূপকল্প এবং লক্ষ্যসমূহও নির্ধারণ করে। তারপর, প্রকল্প বাছাই কমিটি (PSC) কর্তৃক উন্নয়ন পরিকল্পনার স্কিম/প্রকল্পসমূহ নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে উপ-কমিটি-২ প্রকল্প বাছাই কমিটি (PSC)-কে অংশীজনদের কাছ থেকে প্রকল্প প্রস্তাব সংগ্রহ করতে সহায়তা করেছিল। কমিটি প্রথমে ইউনিয়ন পরিষদ, হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ, স্থানীয় এনজিও এবং অন্যান্য অংশীজনদের কাছ থেকে সংগৃহীত স্কিম/প্রকল্পের একটি দীর্ঘ তালিকা তৈরি করে। প্রকল্প তালিকা সংগ্রহ করার পর, UCFBPLRM কর্তৃক চিহ্নিত মূল উন্নয়ন সমস্যাসমূহের উপর ভিত্তি করে প্রকল্প বাছাই কমিটি স্কিম/প্রকল্পসমূহকে অগ্রাধিকার প্রদান করে এবং খসড়া স্কিম/প্রকল্প তালিকা প্রস্তুত করে। পরবর্তীতে, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার খসড়া বিষয়বস্তু উপজেলা পরিষদের সভায় আলোচনার মাধ্যমে অনুমোদন করা হয়।

- আগৈলঝাড়া উপজেলায় বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব অর্পণ করে উপ-কমিটি গঠনের ধারণাটির ইতিবাচক ফলাফলের বিষয়টি UICDP এর জেলা সমন্বয়কারী ডিডিএলজি (DDLG) মহোদয়ের সাথে বিস্তারিতভাবে শেয়ার করেন। ডিডিএলজি পরবর্তীতে বরিশাল জেলার আওতাধীন বাকি উপজেলার ইউএনওদের সাথে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে একটি সংক্ষিপ্ত বৈঠকে এই ধারণাটি শেয়ার করেন এবং তাদের এই নতুন পদ্ধতি অনুসরণ করতে অনুপ্রাণিত করেন। সকল ইউএনও ডিডিএলজি'র এই পরামর্শকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেন। ফলস্বরূপ, বানারীপাড়া, বাবুগঞ্জ, বরিশাল সদর, গৌরনদী, মেহেন্দিগঞ্জ এবং মুলাদী উপজেলা এই নতুন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার সুবিধা গ্রহণ করে COVID-19 মহামারির মধ্যেও তাদের নিজ নিজ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা সময়মতো প্রণয়ন করতে সমর্থ হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, UCFBPLRM কে পুনরুজ্জীবিত করা এবং একটি টিজিপি গঠন করার পাশাপাশি, এই উপজেলা টিজিপি এর দায়িত্ব ও কার্যাবলী আনুষ্ঠানিকভাবে জনসমক্ষে ঘোষণা করার জন্য অভ্যন্তরীণ সার্কুলার জারি করে। এই উপজেলা উপ-কমিটিগুলোতে সঠিক লোক নিয়োগ করেছে। এছাড়াও, আগৈলঝাড়া উপজেলায় সাফল্যের পেছনে আরও কয়েকটি কারণ অবদান রেখেছে, যার মধ্যে রয়েছে: স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, নির্বাচিত প্রতিনিধি ও সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে দলবদ্ধতা, ইউএনওর চমৎকার নেতৃত্ব এবং দ্রুত নতুন ধারণা গ্রহণ এবং অন্যান্য উপজেলায় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ইউএনওদের মাঝে ধারণাটি ছড়িয়ে দিতে ডিডিএলজি'র উদ্যোগ গ্রহণ।

ফলাফল

- বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (এপি) প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে সাহায্য করার জন্য একটি নতুন প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার সূচনা করা হয়েছে;
- উপজেলা পরিষদ তার প্রথম এপি ২০২১-২২ (২১ অক্টোবর ২০২১-এ অনুমোদিত) সময়মতো প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছে;
- সময়মত বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ফলে উপজেলা পরিষদ যথাসময়ে এর বাস্তবায়ন শুরু করতে পেরেছে;
- বরিশাল জেলার অধীনস্থ অন্যান্য উপজেলার ইউএনওদের সাথে ডিসি অফিসে অনুষ্ঠিত একটি সংক্ষিপ্ত বৈঠকে ডিডিএলজি এই ধারণাটি শেয়ার করেন এবং তারাও এই ধারণাটি অনুসরণ করে এবং সময়মতো তাদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন সফলভাবে সম্পন্ন করে;
- সময়মতো বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পন্ন করার জন্য এই উত্তম চর্চার ধারণাটি দেশের অন্যত্রও ছড়িয়ে দেয়া যেতে পারে;
- আগৈলঝাড়া উপজেলা এখন পরবর্তী পরিকল্পনা চক্রে এই শিখনফলসমূহ ব্যবহার করতে আগ্রহী।

ইউআইসিডিপি উত্তম চর্চা- ৬

বাকেরগঞ্জ উপজেলায় সুশৃঙ্খল ও বিশদ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং সম্পদের চিত্রায়নের মাধ্যমে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন

গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ

- বাকেরগঞ্জ উপজেলা নির্বাচিত প্রতিনিধি, হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের কর্মকর্তাগণ, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা এবং এনজিও সহ বিভিন্ন অংশীজনদের মধ্যে একটি সমন্বয় ব্যবস্থা স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে।
- উপজেলা পরিষদ অংশীজনদের সাথে ঘন-ঘন পরামর্শ সভা আয়োজন করেছে- যা তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে অবদান রেখেছে।
- সুশৃঙ্খল এবং বিশদ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ উপজেলাকে আরও ব্যাপকভাবে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং সম্পদের চিত্রায়ন করতে সাহায্য করেছে, যা উপজেলা পরিষদকে সঠিক উন্নয়ন প্রকল্প বাছাই এবং অগ্রাধিকার প্রদানে সাহায্য করেছে। এর ফলে প্রকল্প নির্ধারণে দ্বৈততা এড়ানোও সম্ভব হয়েছে।

স্থান এবং সময়কাল

বাকেরগঞ্জ উপজেলা পরিষদ; ২০২০-২০২১ অর্থবছর

পটভূমি

বিভিন্ন অংশীজনদের মধ্যে সমন্বয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির মধ্যে একটি, যা একটি উপজেলাকে তার বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করে। এছাড়াও, এই সত্যটি অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, ব্যাপক সমন্বয় এবং অংশীজনদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ সময়মত বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে অবদান রাখতে পারে। বিগত বছর থেকে প্রাপ্ত শিখনের উপর ভিত্তি করে, বাকেরগঞ্জ উপজেলা এই দিকগুলির উপর জোর দিয়েছে, যা উপজেলা পরিষদকে সঠিক সময়ে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন কাজ সম্পন্ন করতে সাহায্য করেছে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এই উপজেলা ইতিমধ্যেই সমন্বয়ের প্রক্রিয়াসমূহকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে সক্ষম হয়েছে। প্রতি বছর বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করার আগে সকল অংশীজনদের সাথে নিয়মিত পরামর্শ সভার আয়োজন করাকে মূলধারায় নিয়ে আসতে এই উপজেলা সফল হয়েছে। ইউআইসিডিপি'র উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ক নির্দেশিকা অনুসরণ করে বাকেগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান এবং ইউএনও উভয়েই মূলধারায় নিয়ে আসার প্রক্রিয়াসমূহের গুরুত্ব উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদান করেছেন।

পদক্ষেপসমূহ

অগ্রগামী পাইলট উপজেলা হিসাবে, বাকেরগঞ্জ উপজেলা পরিষদ উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ক নির্দেশিকা অনুসারে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর থেকে শুরু করে টানা ৪ বছর ধরে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে আসছে। শুরু থেকেই, উপজেলা চেয়ারম্যান নির্দেশিকায় সুপারিশকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের এই ধারণা অনুসরণ করতে গভীর আগ্রহ দেখিয়েছেন। প্রতিবছরই উপজেলা চেয়ারম্যান ও ইউএনও বিগত বছরের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেয়ার চেষ্টা করেছেন। জেলা সমন্বয়কারীও কার্যকরভাবে এই প্রক্রিয়াটিকে সহজতর করেতে সহায়তা করেছেন।

জনাব মোহাম্মদ শামসুল আলম, উপজেলা চেয়ারম্যান বলেছেন যে "নিখুঁতভাবে একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সহজ কাজ নয়, বিশেষ করে যখন এটি আমাদের সবার জন্য একটি নতুন ব্যবস্থা, তবে আমরা শিখতে আগ্রহী। প্রতি বছর আমরা আমাদের বিগত বছরের ভুল থেকে শিক্ষা নিতে চাই। প্রতি বছর আমরা এই প্রক্রিয়াটি উন্নত করার চেষ্টা করেছি, এখন আমরা এটিকে একটি পদ্ধতি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চাই যাতে আমরা উপজেলা পরিচালন প্রক্রিয়ার একটি অংশ হিসাবে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা অথবা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারি।"

UICDP-এর হস্তক্ষেপের পূর্বে এই উপজেলা পরিষদ কখনো বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেনি। ইউএনও মাধবী রায় উল্লেখ করেন যে, "আগে আমরা অংশীজনদের সাথে সমন্বয়ের দিকে মনোযোগ দিতাম না, কিন্তু এখন আমরা শিখেছি কীভাবে এটি করতে হয়। তারপরে থেকে আমরা আরও ঘন ঘন অংশীজন সভা আয়োজন করে থাকি। আমরা UCFBPLRM এবং প্রকল্প বাছাই কমিটি (PSC) সম্পূর্ণরূপে সক্রিয় করেছি। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে যুক্ত অনেক কার্যক্রম মূলধারায় আনার চেষ্টা করায় পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি দলও এই উপজেলায় সক্রিয় রয়েছে।"

উপজেলা প্রকৌশলী জানান, বাকেরগঞ্জ উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের উদ্যোগে নিয়মিতভাবে অংশীজন সভা করা শুরু করেছে। বাকেরগঞ্জ উপজেলায় UCFBPLRM সম্পূর্ণরূপে কার্যকর। ২০২০-২১ অর্থবছরে, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের আগে UCFBPLRM-এর দু'টি সভা সশরীরে এবং তিনটি সভা অনলাইনে (ZOOM প্ল্যাটফর্ম) অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের সময়, উপজেলা পরিষদ ঘন ঘন অংশীজন পরামর্শ সভার আয়োজন করেছে এবং সম্ভাব্য সকল উৎস (টিএলডি, এলজিইডি, এইচইডি, ইইডি, জেলা পরিষদ, ইউনিয়ন, পৌরসভা এবং এনজিও) থেকে সম্পদের চিত্রায়ন সংক্রান্ত সকল

তথ্য সংগ্রহ করেছে, যা উন্নয়ন প্রকল্পের দ্বৈততা এড়াতে এবং উপজেলার আয়ত্ত্বাধীন তহবিলের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পরিষদকে সাহায্য করেছে। এই ক্ষেত্রে, ওয়ার্ড সভা এবং ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় সভার মাধ্যমে সকল নাগরিকদের কাছ থেকে স্কিম সংক্রান্ত চাহিদাসমূহ আসা প্রয়োজন যা উপজেলা পরিষদ নিশ্চিত করতে সমর্থ হয়েছে।

চিত্র ১: বৃহত্তর পরিসরে অংশীজন সভা

চিত্র ২: হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের কর্মকর্তাদের সাথে সভা

সকল অংশীজনদের সম্পৃক্ত করে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে সাধারণ মানুষের চাহিদাসমূহ সংগ্রহ করার জন্য এই উপজেলা নিয়মিতভাবে ওয়ার্ড সভা এবং ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় সভার আয়োজন করতে ইউনিয়ন পরিষদসমূহকে অনুরোধ করেছে। এটি সম্ভব হয়েছে কারণ উপজেলা পরিষদের এক সভায় উপজেলা চেয়ারম্যান ঘোষণা করেছিলেন যে, আইন অনুযায়ী যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা অনুসরণ করা না হলে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে কোনও স্কিম গ্রহণ করা হবে না।

চিত্র ৩: চর আমাদ্দি ইউনিয়নে ইউডিসিসি সভা

চিত্র ৪: গারুরিয়া ইউনিয়নে ইউডিসিসি সভা

বাকেরগঞ্জ উপজেলার চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ শামসুল আলম বলেন "যদিও এখনও অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে, তবুও আমরা প্রতিবছর বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়ায় সাথে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনদের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে চাই। সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে যত বেশি পরামর্শ সভার আয়োজন করা হবে, উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে দ্বৈততা তত কম হবে। আমরা এই প্রক্রিয়াটিকে সফল করতে চাই এবং অন্যদের অনুসরণ করার জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চাই।"

ফলাফল

- বাকেরগঞ্জ উপজেলা সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনদের সাথে ব্যাপক একটি সমন্বয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে;
- ঘন ঘন পরামর্শ সভা আয়োজনের মাধ্যমে, উপজেলা সময়মত বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সকল অংশীজনদের সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হয়েছে;
- বাকেরগঞ্জ উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় অংশীজন এবং নাগরিকদের ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত করার জন্য চমৎকার একটি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে (ওয়ার্ড সভা এবং ইউডিসিসি সভার মাধ্যমে) যা উপজেলা পরিষদকে তার বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য স্থানীয়ভাবে অগ্রাধিকারভিত্তিক প্রকল্প প্রস্তাবসমূহ নির্বাচন করতে সাহায্য করেছে;
- উপজেলা পরিষদ স্থানীয় উন্নয়ন প্রকল্পের দ্বৈততা এড়াতে এবং এর সসীম আর্থিক সম্পদকে আরও দক্ষতার সাথে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে।

ইউআইসিডিপি উত্তম চর্চা- ৭

উপজেলা চেয়ারম্যানের কার্যকর ও অবিচল নেতৃত্ব উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে অবদান রাখে

গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ

- চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা পরিষদ ২০১৯-২০২৩ অর্থবছরের জন্য তার প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে।
- পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে পুরোপুরি সঙ্গতি রেখে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা পরিষদ বিগত ২ টি অর্থবছরের (২০১৯-২০ ও ২০২০-২১) বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। এতে উন্নয়ন কাজের মধ্যে সমন্বয় ও লক্ষ্যভিত্তিক উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার সুযোগ হয়েছে।
- কোভিড-১৯ এর মারাত্মক প্রাদুর্ভাবের খুব কঠিন সময়েও, উপজেলা চেয়ারম্যানগণ অনলাইনে সভা করেছেন এবং নিশ্চিত করেছেন যে উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত সকল কার্যক্রম যেন যথাসময়ে সম্পন্ন হয়।
- উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা চূড়ান্ত অনুমোদনের পর কোনো প্রকার অপ্রয়োজনীয় পরিবর্তন/সম্প্রসারণ ছাড়াই শতভাগ প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করেছে এই উপজেলা, আর তা সম্ভবপর হয়েছে উপজেলা চেয়ারম্যানের কার্যকর ও অবিচল নেতৃত্বের কারণে ।

স্থান ও সময়কাল

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা পরিষদ, ২০২০-২০২১ অর্থ বছর

পটভূমি

পাইলট উপজেলা হিসাবে, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা পরিষদ UICDP-এর কারিগরি সহায়তায় তার প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৯-২০২৩) প্রণয়ন করেছে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় উপজেলা পরিষদ ১৪টি খাতের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেছে এবং ৫টি অগ্রাধিকার খাত চিহ্নিত করেছে, যার মধ্যে রয়েছে: ক) যোগাযোগ ও অবকাঠামো, খ) কৃষি, গ) শিক্ষা, ঘ) স্বাস্থ্য এবং ঙ) মানবসম্পদ উন্নয়ন। এই খাতসমূহ আগামী পাঁচ বছরের জন্য এই উপজেলার উন্নয়ন কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে স্থির করা হয়েছিল ।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে, পরবর্তী ৩ বছরে ২০১৯-২০, ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এটা উল্লেখ করা জরুরি যে, উপজেলা পরিষদ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে কেবলমাত্র বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নই করেনি বরং চূড়ান্ত অনুমোদনের পর কোনো প্রকার পরিবর্তন ছাড়াই পরিষদ শতভাগ প্রকল্প বাস্তবায়ন নিশ্চিত করেছে।

কার্যক্রমসমূহ

এই উপজেলা পরিষদ এত অল্প সময়ের মধ্যে উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে কীভাবে সফল হয়েছে- এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। সাফল্যের পেছনে অনেকগুলো কারণ রয়েছে কিন্তু মূল কারণগুলোর একটি ছিল চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার চেয়ারম্যান জনাব আসাদুল হক বিশ্বাসের কার্যকরী, অবিচল ও প্রেরণাদায়ী নেতৃত্ব।

ইউএনও, হস্তান্তরিত বিভাগের কর্মকর্তাগণ এবং উপজেলার অন্যান্য অংশীজনদের সাথে তাঁর খুব ভালো সম্পর্ক রয়েছে। চেয়ারম্যান সর্বদা অন্যান্য অংশীজনদের এই বলে অনুপ্রাণিত করেন যে "পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা আমাদের জন্য একটি পরীক্ষা, আমরা সফল হলে, আমরা আমাদের উপজেলায় একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপনে সক্ষম হব এবং দেশের অন্যান্য উপজেলাকেও এটা প্রদর্শন করতে পারব যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকলে দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্ভব।"

উপজেলা চেয়ারম্যানের কার্যকর নেতৃত্বের সমর্থনে ইউএনও বলেন, "উপজেলা পর্যায়ে আমাদের বিভিন্ন ধরনের অংশীজনদের মানসিকতায় ও উদ্দেশ্যে ভিন্নতা রয়েছে। এরপরেও এই উপজেলার চেয়ারম্যান সকলকে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে অনুপ্রাণিত করতে পেরেছেন, সকল অংশীজনদের এক জায়গায় আনতে পেরেছেন এবং প্রত্যেককে তাদের অংশটুকু সুচারুভাবে সম্পাদনের জন্য উৎসাহিত করতে পেরেছেন।"

উপজেলা চেয়ারম্যান সবসময় সবাইকে নিয়ে একসাথে কাজ করেন এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বে সকল অংশীজনদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন আলোচনা ও পর্যালোচনা সভার আয়োজন করেন। বিশেষ করে উপজেলায় হস্তান্তরিত বিভাগের কর্মকর্তাগণ এবং মাঠ পর্যায়ের নির্বাচিত প্রতিনিধি--যারা জনগণের প্রকৃত চাহিদা, অভিযোগ এবং প্রয়োজন সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত তাদের মতামতের সমন্বয় করে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাটি তৈরি করা হয়। আর পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার প্রণয়ন বা বাস্তবায়নে যখনই কোন বাঁধার সৃষ্টি হয় চেয়ারম্যান সেখানে সক্রিয়ভাবে হস্তক্ষেপ করেন এবং উক্ত সমস্যা নিরসনে সচেষ্ট ভূমিকা রাখেন।

উপজেলা চেয়ারম্যান উপজেলা কমিটি এবং টিজিপি'র কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান অব্যাহত রেখেছেন এবং হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ, সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটি এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনের (যেমন, এনজিও) তথ্য ও পরামর্শের মাধ্যমে সম্পদের যথাযথ চিত্রায়ন সম্পন্ন করার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন।

এটি শেষ পর্যন্ত সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং খসড়া বাজেট প্রস্তুত করতে পরিষদকে সহায়তা করেছিল। এমনকি, কোভিড-১৯ মহামারীর সময়েও তিনি নিয়মিতভাবে বিভিন্ন অংশীজনের সাথে অনলাইন বৈঠকের আয়োজন করেছেন এবং মাঝে মাঝে তিনি তাদের ফোন করেছেন যাতে উন্নয়ন পরিকল্পনা সংক্রান্ত কার্যক্রম এগিয়ে নেয়া যায়।

এখন সাধারণ মানুষসহ উপজেলার বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে যোগাযোগ ও মিথস্ক্রিয়া উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, উপজেলা পরিষদের কার্যক্রমকে আরও বেগবান করতে চেয়ারম্যানের নেতৃত্ব ও অন্যান্য অংশীজনের সমর্থন অনুঘটকের ভূমিকা পালন করছে। উপজেলা পরিষদের আওতাধীন সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়ও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই উপজেলাকে পরিকল্পিতভাবে জনগণকে কাঙ্খিত সেবা প্রদানে উপরোক্ত বিষয়সমূহ বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

জনাব আসাদুল হক যখনই সুযোগ পান তখনই অন্যান্য উপজেলার চেয়ারম্যানগণকে তার উপজেলার অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। সম্প্রতি এক বক্তৃতায় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার উপজেলা চেয়ারম্যান উল্লেখ করেন যে, "আসুন পুরাতন অভ্যাস ত্যাগ করে নতুন চর্চায় মনোনিবেশ করি। মানসিকতার পরিবর্তন না হলে দেশের উন্নয়ন বা রূপকল্পের অর্জন করা সম্ভবপর হবে না। স্থানীয় উন্নয়নে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য উপজেলা পর্যায়ের অংশীজনদের আরও প্রশিক্ষণ এবং অর্থ প্রয়োজন"।

ফলাফল

- উপজেলা চেয়ারম্যানের কার্যকরী ও প্রেরণাদায়ী নেতৃত্বের কারণে উপজেলায় উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ সম্ভব হয়েছে। উপজেলার অংশীজনগণ এখন একটি দল হিসেবে কাজ করে;
- চেয়ারম্যানের সক্রিয় নেতৃত্বের কারণে, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি যথাক্রমে বার্ষিক এবং ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে উপজেলা কমিটি দ্বারা নিয়মিত পরিবীক্ষণ করা হয়;
- পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় চিহ্নিত পাঁচটি অগ্রাধিকার খাত থেকে ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে বার্ষিক পরিকল্পনার সকল প্রকল্প/স্কিম নেয়া হয়েছিল এবং পরিকল্পনার বাস্তবায়নের হার ছিল ৯৮%;
- সুনির্দিষ্ট এবং বিস্তৃত উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও রূপকল্পকে সামনে রেখে উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালিত হওয়ায় উপজেলার সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ড আরো সুশৃঙ্খল ও দৃশ্যমান হয়েছে; এবং
- এই উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে সাফল্য দেখিয়েছে এবং চূড়ান্ত অনুমোদনের পর কোনো প্রকার পরিবর্তন ছাড়াই ১০০% প্রকল্প/স্কিম বাস্তবায়নে সক্ষম হয়েছে। আর এই সাফল্য অর্জিত হয়েছে উপজেলা চেয়ারম্যানের কার্যকর এবং অত্যন্ত প্রেরণামূলক নেতৃত্বের কারণে।

ইউআইসিডিপি উত্তম চর্চা- ৮

বিজয়নগর উপজেলা বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে অংশীজনদের অন্তর্ভুক্তি, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে

গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ

- বিজয়নগর উপজেলা বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সকল অংশীজনদের অন্তর্ভুক্তি এবং স্বচ্ছতার পাশাপাশি সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে;
- উপজেলা পরিষদ বেশ কয়েকটি সভা আয়োজনের মাধ্যমে সকল অংশীজনদের সাথে নিয়ে এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় বিশেষ করে আর্থ-সামাজিক তথ্য সংগ্রহ, পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং প্রকল্প নির্বাচনের সময় তাদের মতামত সংগ্রহ করেছে;
- উপজেলা স্বচ্ছতা নিশ্চিতের উদ্দেশে তাদের ওয়েব সাইটে তাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা আপলোড করেছে।

স্থান ও সময়কাল

বিজয়নগর উপজেলা পরিষদ, অর্থবছর: ২০২০-২০২১

পটভূমি

প্রতি অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের জন্য উপজেলাকে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। এই প্রক্রিয়ায়, উপজেলা অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা এবং স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক কমিটি, পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি দল এবং প্রকল্প বাছাই কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যার মধ্যে প্রকৃত পরিস্থিতি এবং নাগরিকদের চাহিদা খুঁজে বের করার জন্য পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও উপজেলা পর্যায়ে সম্পদের চিত্রায়ন অন্তর্ভুক্ত। এরপর এই কমিটিসমূহকে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন এবং এর নিবিড় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের কাজেও সম্পৃক্ত হতে হবে। UICDP আগস্ট ২০১৭ থেকে বিজয়নগর উপজেলাকে এ সংক্রান্ত কারিগরি সহায়তা প্রদান শুরু করে। প্রয়োজনীয় কার্যক্রমে বিভিন্ন ধরনের কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে বিজয়নগর উপজেলা পরপর তিন বছরের জন্য তাদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করেছে এবং ২০১৯ সালে তাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে।

আরও স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিতামূলক বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উন্নত জনসেবা প্রদান উপজেলাকে আরও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবে যা সাধারণ জনগণকে উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত কার্যাবলী এবং উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা পাওয়ারও সুযোগ করে দেয়।

ইউআইসিডিপি-এর হস্তক্ষেপের পূর্বে হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ, ইউনিয়ন পরিষদ এবং সাধারণ জনগণের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ধাপগুলো সম্পর্কে কোনও স্পষ্ট ধারণা ছিল না। এ ছাড়াও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় উপজেলা পরিষদ, হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের কর্মকর্তাগণ এবং ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে সমন্বয় ছিল দুর্বল। ইউআইসিডিপি-এর কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বেশ কিছু প্রশিক্ষণের পর, উপজেলা এবং হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের কর্মকর্তাগণ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপগুলো এবং উক্ত কাজে সমন্বয় সাধনের বিষয়ে আরও পরিষ্কার ধারণা অর্জন করেছে।

উপজেলা এবং হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের মধ্যে সমন্বয় একটি সঠিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, সম্পদের চিত্রায়ন এবং দ্বৈততা এড়িয়ে প্রকল্প গ্রহণে উপজেলা পরিষদকে সহায়তা করে। উপজেলা এটাও উপলব্ধি করেছে যে, সঠিক সম্পদের চিত্রায়ন যেকোন ধরনের সম্পদের অপচয় এড়াতে সাহায্য করে। এছাড়া, উপজেলা তার সকল সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে উন্নয়ন পরিকল্পনা শেয়ার করার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছে যা সামগ্রিক প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ এবং সাধারণ জনগণের কাছে জবাবদিহিতামূলক করে তোলার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। এই প্রক্রিয়ায়, উপজেলা পরিষদ নিয়মিতভাবে ওয়েব পোর্টালে সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা আপলোড করার কথা বিবেচনা করে। ওয়েব সাইটের মাধ্যমে তারা সাধারণ জনগণসহ সকল অংশীজনদের সাথে সম্ভাব্য সকল তথ্য শেয়ার করতে পারে। অংশীজনদের সাথে নিয়মিত বৈঠকের আয়োজন উপজেলা পরিষদকে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সকল হালনাগাদকৃত তথ্য সংগ্রহ করতে সহায়তা করে, যা পরিশেষে উপজেলা পরিষদকে সাধারণ জনগণের প্রকৃত চাহিদা খুঁজে বের করতে এবং তাদের চাহিদা পূরণের জন্য প্রকল্প নির্ধারণে সহায়তা করে। সেই কারণে, উপজেলা পরিষদ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় নিয়মিতভাবে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে এই ধরনের পরামর্শ সভা আয়োজন খুবই উপযোগী বলে মনে করে।

পদক্ষেপসমূহ

সূচনালগ্ন থেকেই UICDP উন্নত সমন্বয় এবং সুশাসনের সাথে উপজেলা পর্যায়ে উন্নত পরিষেবা নিশ্চিত করার জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনার ধারণা এবং কাঠামো প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে আসছে। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনদের মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করতে উপজেলা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ অনুসরণ করে বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ওপর জোর দেয়। সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ সম্পর্কে বোঝার জন্য, ইউআইসিডিপি-র সহায়তায় উপজেলা বিভিন্ন ধরনের কারিগরি সহায়তার পাশাপাশি প্রশিক্ষণ প্রদান করে, যেখানে পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণে অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা এবং স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক কমিটি, পরিকল্পনা সংক্রান্ত কারিগরি দল এবং প্রকল্প বাছাই কমিটি গঠন এবং এদের সক্রিয় অংশগ্রহণের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কিত তথ্যে সংশ্লিষ্ট অংশীজন এবং সাধারণ জনগণের প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপজেলার ওয়েব পোর্টালে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আপলোড করার কাজটিও এই উপজেলা নিশ্চিত করেছে।

বিজয়নগর উপজেলার অবস্থা

ইউআইসিডিপি প্রকল্পের পূর্বে বিজয়নগর উপজেলা পরিষদ তাদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা যথাযথ ধাপ ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করে প্রণয়ন করেনি। উপজেলা তাদের ওয়েব পোর্টালেও তাঁদের উন্নয়ন পরিকল্পনা কখনো আপলোড করেনি। ইউআইসিডিপি-এর সহায়তায়, উপজেলা এখন সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনার নির্দেশিকা অনুযায়ী পর পর তিন বছর (অর্থবছর ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২০২১) তাদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। প্রথম দুই বছরে (২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থ বছর) উপজেলা অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা এবং স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক কমিটি এবং টিজিপি বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় খুব একটা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেনি। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় তারা সকল কমিটির সঙ্গে মাত্র দু'টি বৈঠকের আয়োজন করেছিলো। কিন্তু পরবর্তীতে উক্ত কমিটি এবং টিজিপি ২০২১ অর্থ বছরের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় সক্রিয় হয়ে উঠেছে। প্রকল্প বাছাই কমিটি হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ এবং ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানদের সাথে বাস্তবায়নের জন্য চূড়ান্ত প্রকল্প/স্কিম বাছাই করার আগে পাঁচটি বৈঠকের আয়োজন করেছে।

উপরন্তু, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার উদ্দেশে উপজেলা পরিষদ এখন তাদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তাদের ওয়েব পোর্টালে আপলোড করেছে । ওয়েব পোর্টালে প্রতি বছর বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা আপলোড করার এই অভ্যাসটি সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনদেরকে এই ধাপসমূহ এবং সেইসাথে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়নের অবস্থা সম্পর্কে আরও ভালভাবে বোঝার জন্য সহায়ক হয়ে উঠেছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্যান্য উপজেলাসমূহ বিজয়নগর উপজেলার ওয়েব পোর্টালে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছে এবং তারা তাদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তাদের নিজস্ব ওয়েব পোর্টালে আপলোড করতে শুরু করেছে যা স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং অংশীজনদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটি ভাল অনুশীলন হিসেবে ইতোমধ্যেই গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।

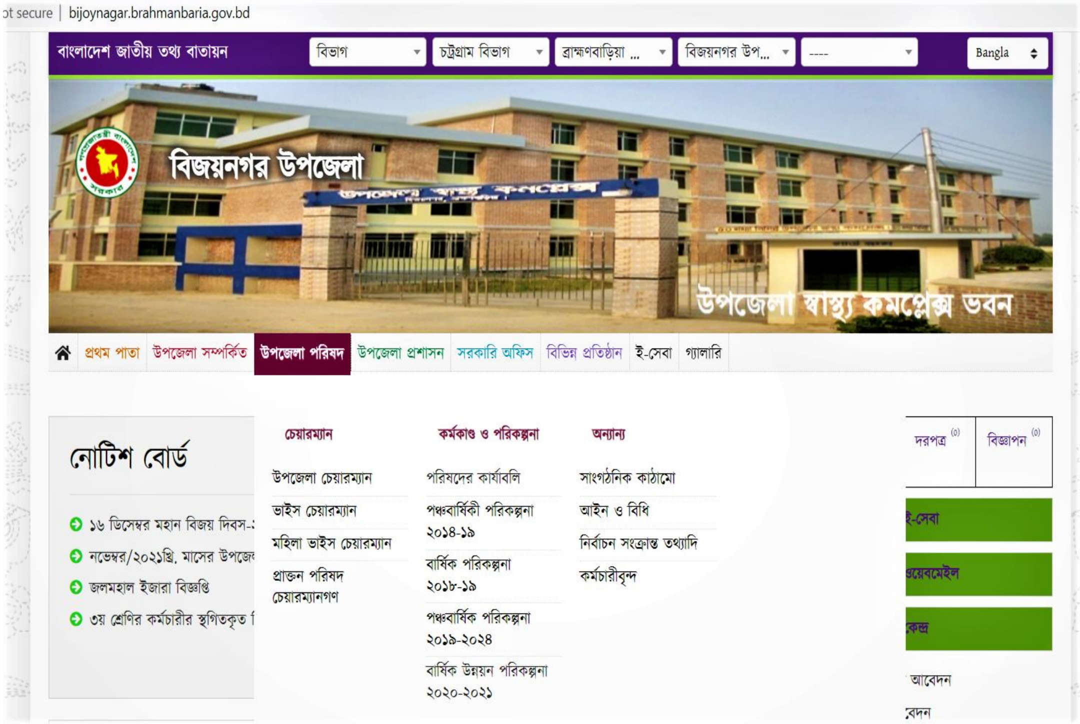

চিত্র: বিজয়নগর উপজেলা পরিষদের ওয়েব পোর্টালে আপলোডকৃত বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

ফলাফল

- বিজয়নগর উপজেলা এখন প্রতি অর্থবছরের বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করছে;
- উপজেলার সম্পদের যে কোনো ধরনের অপচয় এড়াতে উপজেলা কোনো প্রকার দ্বৈততা ছাড়াই প্রকল্প নির্বাচন ও বাস্তবায়ন করছে;
- উপজেলা এখন বৃহত্তর অংশীজনদের সাথে আরও ভাল সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রকল্পগুলো নির্বাচন করার দিকে মনোনিবেশ করেছে;
- উপজেলা কমিটিগুলো বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পাশাপাশি প্রকল্প বাস্তবায়নে এখন আরও সক্রিয় হয়েছে;
- উপজেলা তাদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তাদের ওয়েব পোর্টালে আপলোড করেছে। ফলস্বরূপ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্য সকল উপজেলা বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপ এবং প্রক্রিয়া সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভে সমর্থ হয়েছে এবং সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনার নির্দেশিকা অনুসারে সকল উপজেলা ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জন্য তাদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজটি সম্পন্ন করেছে।
- অন্যান্য সকল উপজেলাও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের সামগ্রিক প্রক্রিয়াগুলোকে আরও স্বচ্ছ এবং সাধারণ জনগণের কাছে জবাবদিহিতামূলক করতে তাদের ওয়েব পোর্টালে তাদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আপলোড করা শুরু করেছে।